যায়যায়দিন

তারিখ : 2 APR ২০০৯
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঢামেক ছাত্রলীগের কার্যক্রম তিন মাসের জন্য স্থগিত

তদন্ত কমিটি প্রধানের দায়িত্ব পালনে অপারগতা

যাযাদি রিপোর্ট

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে (ঢামেক) ছাত্রলীগের কার্যক্রম তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গতকাল এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। বন্ধ ঘোষণার পরও কলেজ ক্যাম্পাসে এখন থমথমে অবস্থা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন রয়েছে বিপুলসংখ্যক পুলিশ। তবে হলগুলো খুলে দেয়ার পর পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। ওদিকে ঘটনার তদন্তে নেমেছে লালবাগ থানা পুলিশ। তবে গতকাল পর্যন্ত রাজীবের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কাউকে পুলিশ চিহ্নিত বা গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

জানা গেছে, ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির প্রধান ডা. মনিরুজ্জামান দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তিনি কর্তৃপক্ষকে অন্য কারো নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। ফলে গতকাল বিকাল পর্যন্ত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম শুরু হয়নি। তবে লালবাগ থানায় করা মামলার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

নিহত ছাত্রলীগ নেতা রাজীবের লাশ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলে স্বজনের আহাজারি (বামে), রাজীব —যাযাদি

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ডা. ফজলে রাব্বী হলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কাজী দীন মোহাম্মদ জানিয়েছেন, তদন্ত শেষে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরাসরি যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের আসামি করা হবে। বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসগুলোতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই কলেজ খুলে দেয়া হবে।

বন্ধ করে দেয়া হলগুলোর মধ্যে কিছু বিদেশি ছাত্রছাত্রী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এখনো হলে অবস্থান করছে। এছাড়া ডা. মিলন হলে ইন্টার্নি ডাক্তাররা রয়েছেন। হলগুলোর সামনে বিপুল পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ওদিকে একাধিক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বিদ্যুৎ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর আবার স্বরূপে ফিরে

১৫ » ৪

ঢামেক ছাত্রলীগের কার্যক্রম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আসে। কলেজ ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা চালাতে শুরু করে। রাজীবও তার আধিপত্য ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ নিয়েই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন, বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যুতের সুসম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে বিদ্যুৎ প্রশাসনের সহযোগিতা পাচ্ছে। সোমবার সে ডা. ফজলে রাব্বী হলে অবস্থান করে। ওই রাতেই রাজীবের ওপর হামলা হয়। স্থানীয় এমপি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের সঙ্গে রাজীবের ভালো সম্পর্ক ছিল না। গত সপ্তাহে ইন্টার্নি ডাক্তাররা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মবিরতি করলে সেখানে রাজীবের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এ সময় ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন রাজীবের ওপর ক্ষিপ্ত হন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় বিদ্যুৎ মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে হাসপাতালের ডাক্তার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি প্রক্রিয়া চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে রাজীবের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় চাঁদাবাজি এবং ছিনতাইয়ে লিপ্ত ছিল। ঘটনার পর রাজীবের কক্ষ থেকে ১০টি ভ্যানিটি ব্যাগ ও দুটি মানিব্যাগ উদ্ধার করে পুলিশ। এসব ভ্যানিটি ব্যাগ মহিলা পথচারীদের কাছ থেকে ছিনতাই করা। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও ক্যাম্পাসের আশপাশের দোকান এবং ক্যান্টিন থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করতো রাজীব ও তার দলের ক্যাডাররা। ডা. ফজলে রাব্বী হলের এক কেরানি ও এক ক্যান্টিন কর্মচারী রাজীবের সহযোগী ছিল।

সংশোধনী

গতকাল যায়যায়দিনে প্রকাশিত দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ঢামেকে ছাত্রলীগ নেতা খুন শীর্ষক সংবাদে ছাত্রলীগ নেতা আকুল কালাম আসাদ নিহত হয়েছেন বলে ছাপা হয়েছে। আমরা বাংলার চোখ সরবরাহকৃত তার ছবি ছাপিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবিতই আছেন। নিহত রাজীবের ছবি আজ ছাপা হলো।